দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... 02 JUN 2016 .....
৮ ২

ভর্তি পরীক্ষা চালু করুন

২০১০ সালে কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের নতুন প্রবিধান অনুসারে দেশের সকল সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে একযোগে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম চালু করা হয়। এরপরই পালটে যায় দৃশ্যপট—মেধাবী শিক্ষার্থীরা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ভর্তি হওয়া শুরু করে কিন্তু গত বছর থেকে কিছুটা অঘোষিত ভাবেই ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা খুবই দুঃখজনক। আমাদের পলিটেকনিকে একটি বিভাগে গত বছর প্রথম বর্ষে জিপিএ-এর ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া ৬০ জন শিক্ষার্থী (এদের মধ্যে এসসিসি তে অর্ধেকের বেশিই জিপিএ-৫ প্রাপ্ত) সেমিস্টার সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, মাত্র ২৫ জন শিক্ষার্থী সব বিষয়ে কৃতকার্য হয়। এখন প্রশ্ন উঠছে—ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের কোয়ালিটি নিয়ে। আসলে আমরা কী চাই? কোয়ালিটি নাকি কোয়ান্টিটি? সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কারিগরি শিক্ষার হার ১.২ ভাগ থেকে প্রায় ১৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার আগের চেয়ে ৩৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। হয়তো সরকারের ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার মোট শিক্ষার্থীর ২০% করার লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হবে। যার কারণে কোয়ান্টিটি ঠিক থাকবে কিন্তু কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন এই যে, দেশের সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে আবারো ভর্তি পরীক্ষা চালু করা হোক।

মো. জোহাব আলী,
শিক্ষার্থী, কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, কুষ্টিয়া